ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ডেঙ্গু সংকট প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

মো. মোস্তফা কামাল, রাজিয়া সুলতানা, মো. জুলকারনাইন

১

৩০ অক্টোবর ২০২৩

প্রেক্ষাপট

- ডেঙ্গু বাহক বাহিত রোগ (ভেক্টর বর্ন ডিজিজ) যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে - *এডিস ইজিপটাই* ও *এডিস এলবোপিকটাস* প্রজাতির মশার মাধ্যমে এর সংক্রমণ হয়ে থাকে; ডেঙ্গু ছাড়াও এই মশা চিকুনগুনিয়া ও জিকা ভাইরাস ছড়ায়
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে প্রতি বছর ১০০টি দেশে প্রায় ৪০ কোটি মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়
- বাংলাদেশে ১৯৬৪ সাল থেকে ডেঙ্গুর ঘটনা রেকর্ড করা হলেও নিয়মিতভাবে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব শুরু হয় ২০০০ সাল থেকে; মূলত ২০১৭ সাল থেকে ডেঙ্গুর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ২০২৩ সালে এর ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে ২৫ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ২ লাখ ৬১ হাজার এবং মৃত্যুর সংখ্যা ১,২৯৫ জন; বিশেষজ্ঞমতে প্রকৃত আক্রান্তের সংখ্যা সরকার প্রদত্ত সংখ্যার চেয়ে ১০ গুণ বেশি

প্রেক্ষাপট

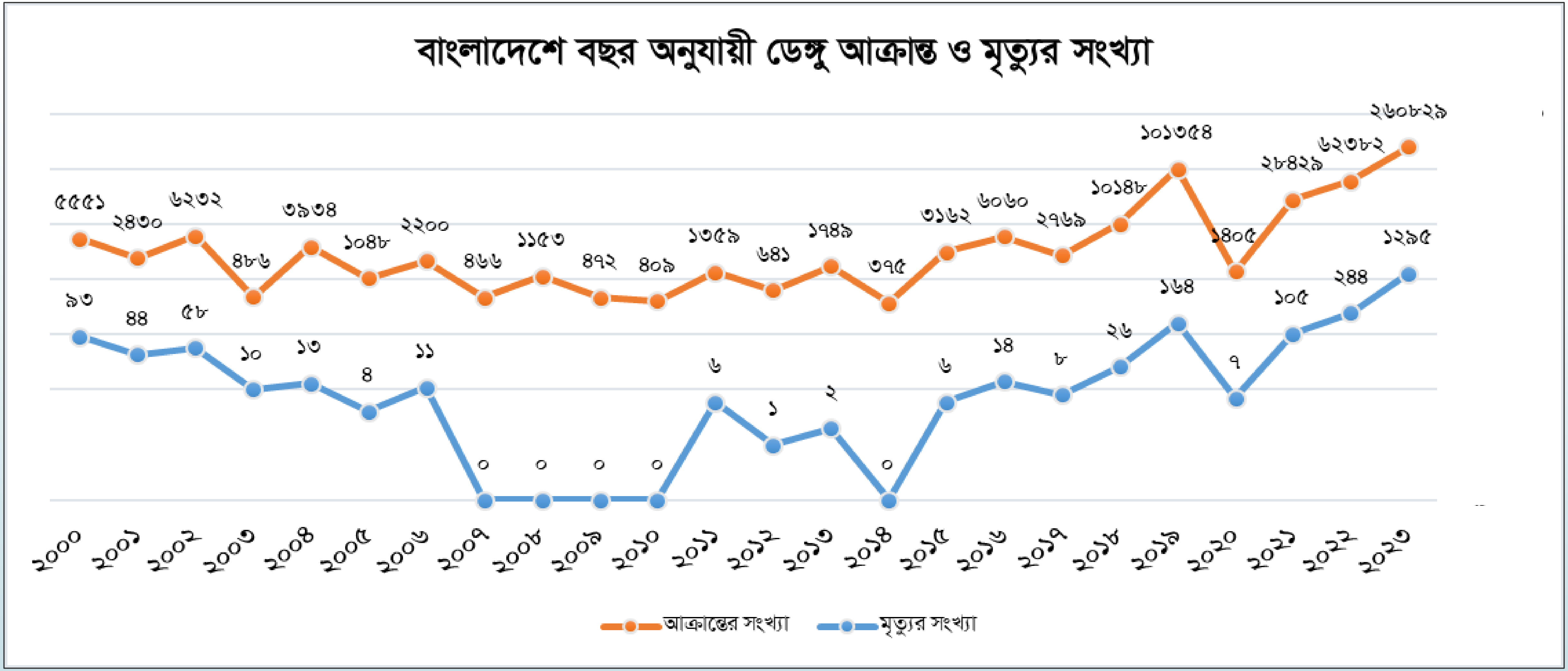

*২০১৭ সালে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব কম হলেও এডিস মশার মাধ্যমে ১৩,৮১৪ জন চিকুনগুনিয়ার (আক্রান্ত হয়)

- ২০০৭ থেকে ২০১০ এবং ২০১৪ সালে কোনো ডেঙ্গু মৃত্যু হয়নি

২৫ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত

তথ্যের উৎসঃ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

প্রেক্ষাপট...

- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাতের সাধারণ প্রবনতা পরিবর্তন এবং বছরব্যাপি এডিস মশা নিয়ন্ত্রন ও ডেঙ্গু মোকাবিলা কার্যক্রম চলমান না থাকায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ডেঙ্গুর প্রকোপ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে
- ইতিপূর্বে দেশে ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাবের সময়কাল সাধারণত মে-সেপ্টেম্বর হলেও ২০১৬ সাল থেকে সারা বছরব্যাপি ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ দেখা যায়; ২০২৩ সালে বছরের শুরু থেকেই সারা দেশব্যাপি ব্যাপক আকারে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ে
- ২০২৩ সালে সংক্রমণ ঢাকার বাইরে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে; আক্রান্তের ৬৩ শতাংশ ঢাকার বাইরে
- আক্রান্তের সংখ্যা পূর্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ায় ডেঙ্গু আক্রান্তদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় ব্যাপক সংকট পরিলক্ষিত
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে, ১০ সেপ্টেম্বর-১৪ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে মারা যাওয়া ডেঙ্গু রোগীদের মধ্যে ৫৬-৭৭ শতাংশ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে মারা যায়; সর্বোচ্চ ৭৭ শতাংশ মারা গিয়েছে ৮-১৪ অক্টোবর ২০২৩ সপ্তাহে
- বিগত কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে ডেঙ্গু রোগের ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হলেও মশা নিয়ন্ত্রণ ও ডেঙ্গু আক্রান্তের চিকিৎসা ব্যবস্থায় সংকট অব্যাহত

যৌক্তিকতা

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরনের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগের (Tropical Disease) মহামারী নির্মূল করার প্রত্যয় (অভীষ্ট ৩) ব্যক্ত করা হলেও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের ঘাটতির অভিযোগ
- ডেঙ্গু ব্যাপকতা বৃদ্ধি বিষয়ক পূর্ব সতর্কতা থাকলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যথাসময়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণে ঘাটতি, মশা নিয়ন্ত্রণে অব্যবস্থাপনা, কীটনাশক ক্রয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি, চিকিৎসা ব্যবস্থার পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণ না করায় রোগীদের হয়রানি ও মৃত্যু, চিকিৎসা সামগ্রীর সংকট তৈরি ইত্যাদি অভিযোগ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় টিআইবি'র কার্যক্রমে স্বাস্থ্য একটি অন্যতম খাত; যার ধারাবাহিকতায় টিআইবি ২০১৯ সালে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ঢাকা শহরে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সুশানের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে এবং এই চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে ধারাবাহিকভাবে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে অধিপরামর্শ কার্যক্রম বজায় রেখেছে
- টিআইবি'র অধিপরামর্শ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে এবছর (২০২৩) জুলাই মাসে ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের করণীয় হিসাবে কিছু সুপারিশমালা প্রদান করলেও তাতে গুরুত্ব প্রদান না করা
- বাংলাদেশে প্রায় দুই দশক ধরে অব্যাহত থাকা ডেঙ্গু সংকট মোকাবিলায় টিআইবিসহ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশেষজ্ঞ নানাবিধ সুপারিশ প্রস্তাব করলেও এই সুপারিশ বাস্তবায়ন কতটুকু কার্যকর হচ্ছে বা এক্ষেত্রে কোনো ধরনের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে কী না তা অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা থেকে এই গবেষণা কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ

গবেষণার উদ্দেশ্য

সার্বিক উদ্দেশ্য

ডেঙ্গু সংকট প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- এডিস মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা
- ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা
- এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও ডেঙ্গু চিকিৎসা ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা
- ডেঙ্গু সংকট প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সুশাসনের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সুপারিশ প্রদান করা

গবেষণার পরিধি

সুশাসনের ছয়টি সূচকে বিশ্লেষণ

- ❖ সক্ষমতা ও কার্যকারিতা
- ❖ সাড়া প্রদান
- ❖ স্বচ্ছতা
- ❖ জবাবদিহি
- ❖ অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ
- ❖ অংশগ্রহণ ও সমন্বয়

এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

- এডিস মশা প্রতিরোধ পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন
- এডিস মশা জরিপ, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ, ডেঙ্গুর পূর্বাভাস
- মশা নিধন জনবল ও উপকরণ
- সরকারি ক্রয় ও সরবরাহ
- কীটনাশকের মান ও কার্যকারিতা পরীক্ষা
- মাঠ পর্যায়ে সমন্বিত পদ্ধতি প্রয়োগ
- মশা নিধন কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ
- মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সমন্বয়

ডেঙ্গু চিকিৎসা ব্যবস্থা

- পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি
- রোগ-নির্ণয় (সরকারি ও বেসরকারি)
- চিকিৎসা কার্যক্রম (সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল)
- সরকারি ক্রয় ও সরবরাহ (চিকিৎসা সামগ্রী)
- চিকিৎসা সামগ্রীর বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ

আক্রান্তের সংখ্যা বিবেচনায় ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত সর্বোচ্চ আক্রান্ত ১০টি জেলার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

গবেষণা পদ্ধতি

- **গবেষণা পদ্ধতি**

  গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে
- **প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস:** স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, সরকারি হাসপাতাল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
- **পরোক্ষ তথ্যের উৎস:** প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধি, গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ
- **প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি:**
  - **মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার:** সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, কীটতত্ত্ববিদ, জনস্বাস্থ্য গবেষক
  - **প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য সংগ্রহ:** ঢাকা ও জেলা পর্যায়ের হাসপাতাল, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভার কার্যক্রম বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ
  - আক্রান্তের সংখ্যা বিবেচনায় ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত সর্বোচ্চ আক্রান্ত ১০টি জেলার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ
- **গবেষণা সময়কাল:** ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ অক্টোবর ২০২৩

গবেষণার ফলাফল

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল ভেক্টর কন্ট্রোল রেসপন্স ২০১৭-৩০

- বিশ্বব্যাপি ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য বাহক বাহিত রোগ (ভেক্টর বর্ন ডিজিজ) নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৭ সালে "**গ্লোবাল ভেক্টর কন্ট্রোল রেসপন্স ২০১৭-৩০**" কৌশল প্রণয়ন; সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে এই কৌশলের আলোকে জাতীয় ভেক্টর কন্ট্রোল কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের আহবান জানায়
- কৌশলপত্রে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কার্যক্রমসমূহকে চারটি মূলস্তম্ভ এবং দুইটি মূল উপাদানের ভিত্তিতে নির্ধারণের কথা বলা হয়েছে-

চারটি মূলস্তম্ভ -

- বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যেকার পারস্পরিক সহযোগীতা ও কার্যক্রম বৃদ্ধি করা
- কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা ও তাদের মোবিলাইজ করা
- ভেক্টর/মশার সার্ভেইলেন্স এবং বাস্তবায়িত কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
- সমন্বিত টুলস ও পদ্ধতির সম্প্রসারণ

দুইটি মূল উপাদান -

- ভেক্টর/মশা নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
- কীটতাত্ত্বিক ও ভেক্টর কন্ট্রোল বিষয়ক গবেষণা ও উদ্ভাবন

এই কার্যক্রমসমূহ কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী নেতৃত্ব, অংশীজনদের মধ্যেকার সমন্বয়, এবং আইন ও নীতিগত সহায়তা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল ভেক্টর কন্ট্রোল রেসপন্স কাঠামো

টেকসই ও কার্যকর মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম স্তম্ভ

- আন্তঃ খাত ও মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও পারস্পরিক সহযোগীতা বৃদ্ধি
- কমিউনিটি সম্পৃক্তকরণ ও মোবিলাইজেশন
- মশা সার্ভেইলেন্স, গৃহীত কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন
- সমন্বিত টুলস ও অ্যাপ্রোচের সম্প্রসারণ

মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের ভিত্তি

- মশক নিধন সক্ষমতা ও সামর্থ্যের উন্নয়ন
- মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা এবং উদ্ভাবন

সহায়ক বিষয়

- রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও নেতৃত্ব প্রদান
- অধিপরামর্শ, রিসোর্স মবিলাইজেশন ও অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়
- আইন, নীতি ও মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশিত সমন্বিত মশক ব্যবস্থাপনা

- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমন্বিত ভেক্টর নিয়ন্ত্রণ নির্দেশনায় এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সমন্বিতভাবে চারটি পদ্ধতি প্রয়োগের কথা উল্লেখ; এই চারটি পদ্ধতি একইসাথে সারা বছরব্যাপি প্রয়োগের নির্দেশ

- বাংলাদেশে এবছরের ডেঙ্গুর প্রকোপ কমাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক পরিবেশগত পদ্ধতি প্রয়োগ এবং বাসা-বাড়ি/অফিসের অভ্যন্তরে (ইন্ডোর স্পেস স্প্রেইং) মশার স্প্রে করার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা

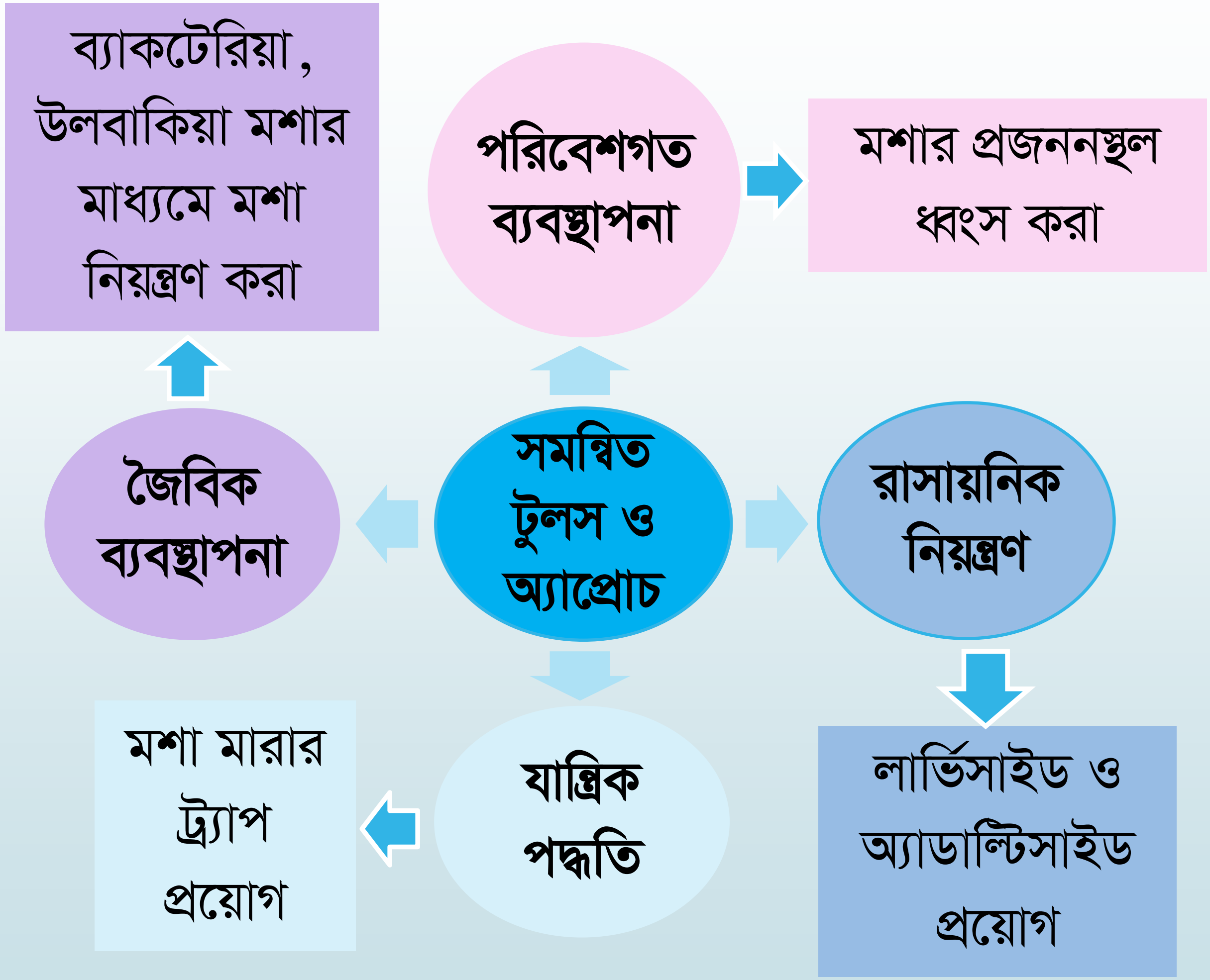

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কৌশলপত্রে বাহক (ভেক্টর) বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট অংশীজন

অন্যান্য খাত/ প্রতিষ্ঠান

- কৃষি
- পরিবেশ
- গৃহায়ন
- অর্থ
- পরিবহন
- নগর উন্নয়ন

- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল ভেক্টর কন্ট্রোল রেসপন্স কৌশল অনুযায়ী বাহক বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে স্বাস্থ্য খাত ও স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রিয় ভূমিকায় রাখা হয়েছে
- যারা স্বাস্থ্য খাতের বাইরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটিকে প্রয়োজন অনুসারে সম্পৃক্ত করবে
- ভারত ও ব্রাজিলসহ অনেক দেশে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে "জাতীয় ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি"র মাধ্যমে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত

বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনে সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ

সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮-এর ধারাসমূহ

- ধারা ৫ (১) (ক) সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিস্তার হতে জনগণকে সুরক্ষা প্রদানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্মকৌশল প্রণয়নসহ সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ
- ধারা ৫ (১) (খ) কর্মকৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তা গ্রহণ
- ধারা ৫ (১) (ঝ) বাহক বাহিত রোগ প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কীটনাশকের নিরাপদ মাত্রা নির্ধারণ, তথ্য সংগ্রহের জন্য যে কোনো প্রাঙ্গণে প্রবেশ, প্রজননস্থল ব্যবস্থাপনা
- ধারা ৯ সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিধিবিধানের অনুসরণ
- ধারা ৫ (২) এই আইনের অধীনে দায়িত্ব পালন এবং কার্যসম্পাদনের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক দায়ী থাকবেন

এডিস মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ও কৌশল

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ অনুসরণে ঘাটতি

- ❑ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রস্তাবিত কৌশল অনুসরণ করে ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সমন্বিত কর্মকৌশল প্রণয়ন না করা
- ❑ স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক আগস্ট ২০২১-এ "ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে জাতীয় নির্দেশিকা" প্রণয়ন; যেখানে আইন ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুসরণে ঘাটতি

বিদ্যমান পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা: অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ে ঘাটতি

- জনস্বাস্থ্য/রোগতাত্ত্বিক এবং কীটতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও অ্যাপ্রোচ উপেক্ষিত
- মশা নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত পদ্ধতি সম্পর্কিত বিবরণ অনুপস্থিত
- মশা জরিপ, হটস্পট চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া, ডেঙ্গু সার্ভেইল্যান্স প্রক্রিয়া সম্পর্কিত নির্দেশনা অনুপস্থিত
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ব্যতিত অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা সুনির্দিষ্ট না করা; স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ভুমিকা উপেক্ষিত
- কিছু কিছু অংশীজনের ভূমিকা সম্পর্কে আংশিকভাবে সুনির্দিষ্ট করা হলেও এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা অনুপস্থিত
- বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, বিশেষজ্ঞদের (জনস্বাস্থ্যবিদ, কীটতত্ত্ববিদ ও মহামারী বিশেষজ্ঞ) সম্পৃক্ত না করা

এডিস মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন...

সাড়া প্রদানে (Responsiveness) ঘাটতি

- ২০২৩ সালে সর্বাধিক ডেঙ্গু আক্রান্ত দশটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম; বাংলাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ব্রাজিল ব্যতীত অন্যান্য দেশের প্রায় সমপর্যায়ের হলেও মৃত্যুর সংখ্যা ও মৃত্যুর হারের দিক থেকে বাংলাদেশ প্রথম

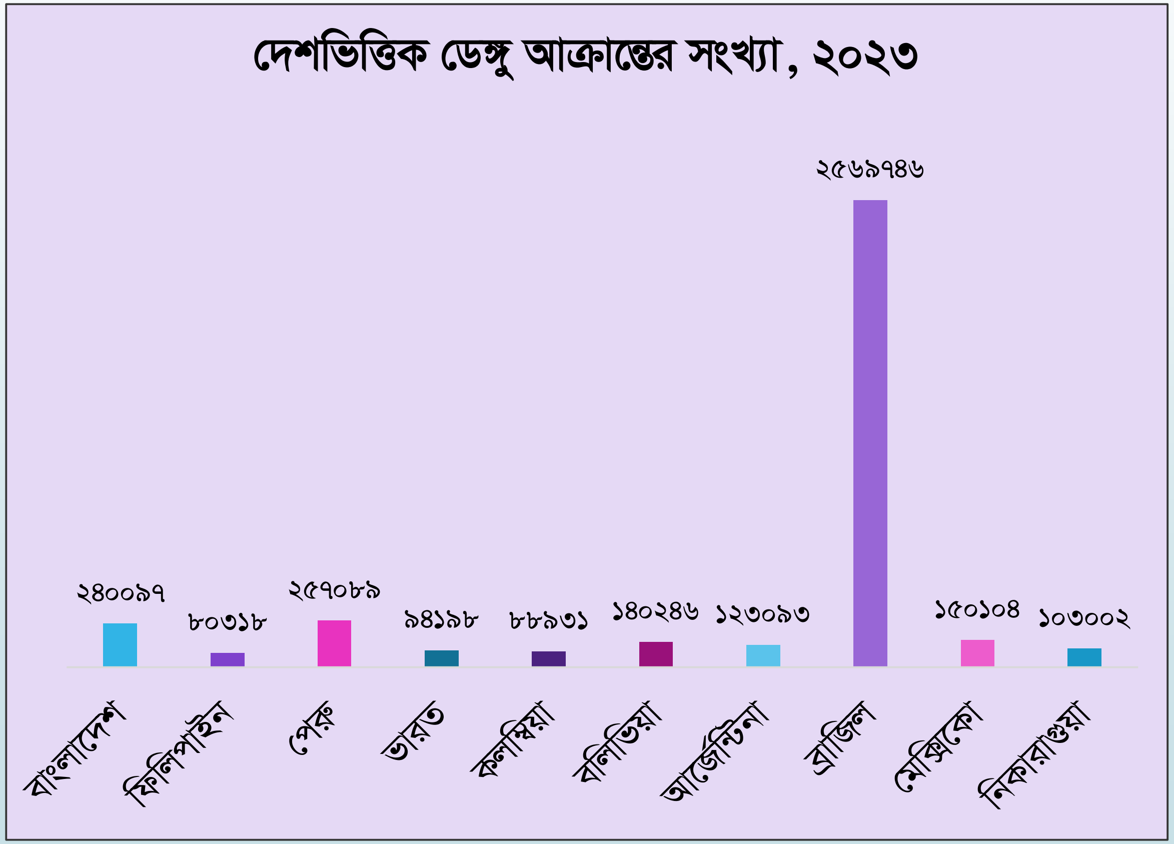

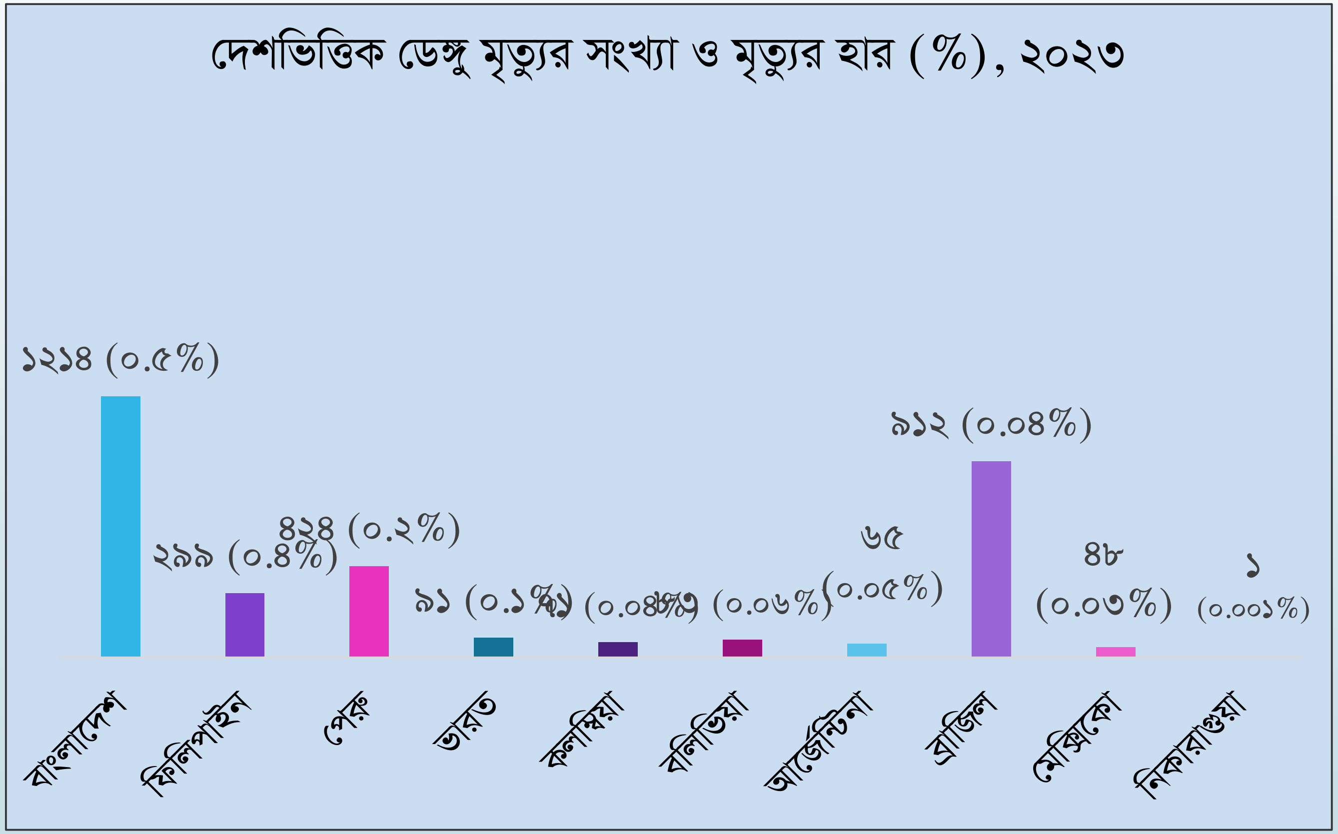

বিভিন্ন উৎস থেকে সংকলন, ২২ অক্টোবর ২০২৩

এডিস মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন...

সাড়া প্রদানে (Responsiveness) ঘাটতি

- ২০১০ সাল থেকে পরীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত রোগীদের ডেঙ্গু আক্রান্ত হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়; এর পূর্বে সন্দেহভাজন, সম্ভাব্য এবং পরীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত সবাইকে আক্রান্ত হিসেবে গণনা করা হতো
- ২০১০ সালের পর থেকে বাংলাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বছর অনুযায়ী কম বেশি হলেও সর্বশেষ চার বছরের মৃত্যু হার প্রায় সমরূপ

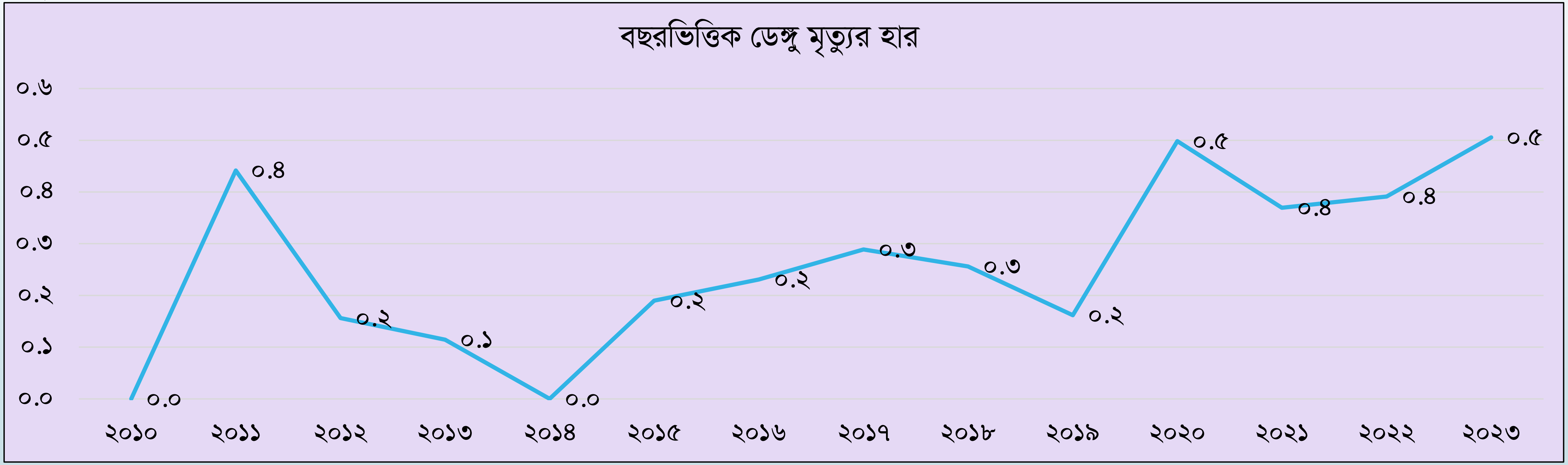

তথ্যের উৎসঃ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

- বাংলাদেশে ডেঙ্গুর মৃত্যুর হার কোভিড-১৯ মৃত্যুর হারের (১.৪%) প্রায় কাছাকাছি হলেও ডেঙ্গুকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি

এডিস মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন...

সাড়া প্রদানে (Responsiveness) ঘাটতি

- ডেঙ্গুকে রাজনৈতিকভাবে ও দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংকট হিসেবে গুরুত্ব না দেওয়া
  - জাতীয় সংসদে বিরোধী দল কর্তৃক ডেঙ্গু বিষয়ক উদ্বেগ তুলে ধরা হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী কর্তৃক বাংলাদেশে অন্যান্য দেশের মতোই ডেঙ্গু সংকট বিরাজ করছে দাবী করে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া
  - ডেঙ্গু সংকট মোকাবিলায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা ও দেশের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিদের ডেঙ্গুর ভয়াবহতাকে অস্বীকার করা ও বিভ্রান্তকর তথ্য প্রদান

"ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাজ নয়; স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাজ চিকিৎসাসেবা দেওয়া"-স্বাস্থ্যমন্ত্রী

"মশা মারার দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ের একার না"

"সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ার চেয়ে দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভালো"- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী

"ডেঙ্গু নির্মূল সম্ভব নয়, ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে" "ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভালো অবস্থানে রয়েছি"- মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।

এডিস মশা জরিপ, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ, ডেঙ্গুর পূর্বাভাস

মশা জরিপ: যথাযথ সাড়া প্রদান ও সক্ষমতার ঘাটতি

- ঢাকার দুইটি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বছরে তিনবার মশা জরিপ (প্রাক বর্ষা, বর্ষা ও বর্ষা পরবর্তী মৌসুমে) পরিচালনা করা
- ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, যশোর জেলায় বর্ষা মৌসুমে জরিপ পরিচালনা; গবেষণার আওতাভুক্ত সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ১০ টি জেলার মধ্যে ৬টি জেলায় জরিপ হয়নি (লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, বরিশাল, ফরিদপুর, কুমিল্লা, মানিকগঞ্জ)
- চট্টগ্রাম, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অল্প নমুনা নিয়ে জরিপ পরিচালনা যা দিয়ে মশার উপস্থিতির সঠিক চিত্র পাওয়া যায়নি
- সকল জরিপে এডিস মশার উপস্থিতির উদ্বেজনক চিত্র পাওয়া যায়
- কিছু ক্ষেত্রে মশা জরিপে সংগৃহীত তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে তাৎক্ষণিক ভাবে সরবরাহ করতে না পারা - তথ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে ফলাফল প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে জরিপকৃত এলাকার ব্রুটো (মশার শূককীটের ঘনত্ব) ও হাউজ ইনডেক্স (এডিস মশার ঘনত্ব) পরিবর্তন হয়ে যাওয়া

মশা জরিপঃ যথাযথ সাড়া প্রদান ও সক্ষমতার ঘাটতি

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মশা জরিপের ফলাফল নিয়ে একটি সিটি কর্পোরেশনের সংশয় প্রকাশ - একটি ওয়ার্ডের ব্রুটো ইনডেক্স ৮০ হলেও জরিপের পর দেড় মাসেও কোনো ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত না হওয়া
- শুধুমাত্র স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ-নিয়ন্ত্রণ শাখা কর্তৃক জরিপ পরিচালনা; আইইডিসিআরসহ সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন গবেষণা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগীতা নিয়ে দেশব্যাপি জরিপ পরিচালনা না করা
- মশা জরিপের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বাজেট ও জনবলের ঘাটতি

এডিস মশা জরিপ, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ, ডেঙ্গুর পূর্বাভাস...

ডেঙ্গু সংক্রমণ চিহ্নিতকরণ ও সমন্বিত ডাটাবেজ প্রণয়ণ: সাড়া প্রদান ও সক্ষমতার ঘাটতি

- ডেঙ্গু আক্রান্তদের তথ্য নিয়ে সমন্বিত ডাটাবেজ প্রণয়ন না করা
- সকল হাসপাতল থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সক্ষমতার ঘাটতি - স্বল্প সংখ্যক হাসপাতাল হতে শুধুমাত্র ভর্তিকৃত রোগীদের তথ্য সংগ্রহ ও মোট আক্রান্তের সংখ্যা হিসেবে প্রচার
- সংক্রমণের শুরুতেই আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার মাধ্যমে হটস্পট চিহ্নিত করতে না পারা
- কী ধরনের ভাইরাস সংক্রমিত হচ্ছে তা সীমিত পরিসরে চিহ্নিতকরণ
- কোভিড-১৯-এর মতো করে ডেডিকেটেড রোগ-নির্ণয়কেন্দ্র না করা

জেলা	মোট রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র*	ডেঙ্গু তথ্য প্রদানকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা**
ঢাকা শহর	৯৪৭	৭৮
চট্টগ্রাম	৩৪৫	১৪
কুমিল্লা	৪২৯	১৭
বরিশাল	২৫৮	১০
ফরিদপুর	১৭২	২১
লক্ষ্মীপুর	১৪৭	১০
চাঁদপুর	২২৯	৮
পিরোজপুর	১৬০	৭
মোট	২৬৮৭	১৬৫

- আটটি জেলার ৬.১% রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রের ডেঙ্গু পরীক্ষার তথ্য সংগ্রহ

** স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হসপিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্টের ওয়েবসাইট অনুসারে*

*** মাঠ-পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুসারে*

এডিস মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম: অংশীজনদের ভূমিকা

আইনে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সুস্পস্টভাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কেন্দ্রিয় ভূমিকা পালন করার কথা থাকলেও তাদের কার্যক্রম রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রণয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
(নির্দেশনা প্রদান)

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

- ডেঙ্গু সার্ভেইলেন্স
- মশা জরিপ, পূর্বাভাস ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ
- রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসা ব্যবস্থা

রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)

- কীটনাশক পরীক্ষা

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়
(পরিকল্পনা প্রণয়ন, নির্দেশনা প্রেরণ, অনুমোদন)

জাতীয় কমিটি

- পরিকল্পনা বাস্তবায়ন
- তদারকি, অগ্রগতি পর্যালোচনা

সমন্বয় কমিটি

- নির্দেশনা প্রদান,
- সমন্বয়, পরিকল্পনা হালনাগাদকরণ, তদারকি

সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা

- স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন
- প্রচারণা
- মশা জরিপ ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ
- মাঠ কার্যক্রম তদারকি
- কীটনাশকের মান পরীক্ষা
- সমন্বিত মশা নিধন কার্যক্রম পরিচালনা
- কীটনাশক প্রয়োগ
- চাহিদা নিরূপণ (জনবল, উপকরণ ও কীটনাশক)
- ক্রয় (উপকরণ ও কীটনাশক)

মশা নিবারণী দপ্তর

- সিটি কর্পোরেশনের সাথে কাজ করা
- ভিআইপি এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে কীটনাশক প্রয়োগ
- কীটনাশক সংরক্ষণ ও সরবরাহ
- কীটনাশক পরীক্ষা কমিটিতে অংশগ্রহণ
- পরীক্ষার জন্য মশা সংগ্রহ

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়হীনতা; উন্নয়ন সংস্থা ও সেচ্ছাসেবকদের সীমিত পর্যায়ে অংশগ্রহণ

মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

প্রয়োজনীয় জনবল, বাজেট, উপকরণ ও যন্ত্রপাতি: সক্ষমতার ঘাটতি

সিটি কর্পোরেশন	আয়তন (ব. কিমি)	হোল্ডিং	বাজেট (লাখ টাকা)		বিদ্যমান জনবল	যন্ত্রপাতি (ফগার মেশিন, স্প্রে)	জনবল: হোল্ডিং	হোল্ডিং প্রতি বাজেট (টাকা)
			বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়				
ঢাকা উত্তর	১৯৬.২	৩৪০,০০০	৭৬০০	৭৬০০	৮১১	৫৫১	১:৪১৯	২২৩৬
ঢাকা দক্ষিণ	১০৯.৩	২৫৪,৮৯৫	২৮৭৫	৩৫০০	৯৭৫	১৭৪৮	১:২৬১	১১২৮
চট্টগ্রাম	তথ্য পাওয়া যায়নি							
কুমিল্লা	৫৩	৫০,৫০০	১২০	তথ্য পাওয়া যায়নি	১৮	৫৯	১:২৮০৬	২৩৮
বরিশাল	৫৮	৫৫,১০০	১৯৩	১৪২	১০০	৮২	১:৫৫১	৩৫০
পৌরসভা								
চাঁদপুর	২২	২৭,০০০	২৫	২৫	২০	২৭	১:১৩৫০	৯৩
পিরোজপুর	২৯.৫	১৫,৮৬৯	১৯	১৯	১২	১০	১:১৩২২	১২০
পটুয়াখালী	১৪.২	১৩,৯২৭	৫০	২৪.৬	৩২	১৪	১:৪৩৫	৩৬০
ফরিদপুর	২২.৪	৩৬,৫০০	৩.৫	৩.৫	২০	৩৫	১:১৮২৫	১০
লক্ষ্মীপুর	২৮.৩	২৪,৯৮৯	১.৫	৮	১২	৮	১:২০৮২	৬
মানিকগঞ্জ	৪২.২৮	২০,০০০	৪০	১১.৫	৩	১৬	১: ৬৬৬৭	৫৮

মাঠ-পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুসারে

- আয়তন, হোল্ডিং সংখ্যা অনুপাতে বাজেট, জনবল ও মেশিন সংখ্যা নির্ধারণ না করা
- পৌরসভা পর্যায়ে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ বাজেট ও জনবল খুবই নগণ্য

মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম...

মশা নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত পদ্ধতি প্রয়োগ: সাড়া প্রদান ও সক্ষমতার ঘাটতি

- ❑ সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এখনও শুধুমাত্র রাসায়নিক পদ্ধতির (লার্ভিসাইড ও অ্যাডাল্টিসাইড) মধ্যে সীমাবদ্ধ
- ❑ কিছু কিছু এলাকায় পাবলিক প্লেসে মশার প্রজনন স্থল ধ্বংস করা হলেও এখনও ঘরে ঘরে মশার প্রজনন স্থল চিহ্নিতকরণ ও ধ্বংস করার উদ্যোগ নেই

	পরিবেশগত পদ্ধতি	জৈবিক পদ্ধতি	রাসায়নিক পদ্ধতি	যান্ত্রিক পদ্ধতি
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পো	আংশিক	x	✓	x
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পো	আংশিক	x	✓	x
বরিশাল সিটি কর্পো	আংশিক	x	✓	x
কুমিল্লা সিটি কর্পো	আংশিক	x	✓	x
চট্টগ্রাম সিটি কর্পো	তথ্য পাওয়া যায়নি			
মানিকগঞ্জ পৌরসভা	আংশিক	x	✓	x
ফরিদপুর পৌরসভা	আংশিক	x	✓	x
লক্ষ্মীপুর পৌরসভা	আংশিক	x	আংশিক	x
চাঁদপুর পৌরসভা	আংশিক	x	✓	x
পিরোজপুর পৌরসভা	আংশিক	x	✓	x
পটুয়াখালী পৌরসভা	আংশিক	x	✓	x

✓ পদ্ধতির প্রয়োগ হয় আংশিকভাবে প্রয়োগ করা হয় x পদ্ধতির প্রয়োগ হয় না

মাঠ-পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুসারে

মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম...

মশা নিধন কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণে ঘাটতি:

- মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের কার্যকারিতা মূল্যায়ন না হওয়া; একই ধরনের পদ্ধতি বছরের পর বছর ধরে প্রয়োগ ও অর্থের অপচয়

১১ বছরে মশা নিধনে দুই সিটি কর্পোরেশনের ব্যয় ১০৮০ কোটি টাকা; উত্তর সিটি কর্পোরেশন ৫৮৬.৫২ কোটি টাকা এবং দক্ষিণ সিটি ৪৯২.২৪ কোটি টাকা

"আমরা এতদিন ভুল পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। এতে মশা ধ্বংস হয়নি, বরং অর্থের অপচয় হয়েছে। আমরা মিয়ামিতে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তা ঢাকায় মশা নির্মূলে কাজে লাগাতে চাই।" -মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

- যথাযথ পরিবীক্ষণ না হওয়ায় মাঠ পর্যায়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিত প্রক্রিয়া ও মাত্রা অনুযায়ী কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ না করা; জানুয়ারী থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময়ে মশার উৎস নির্মূলে কার্যকরী উদ্যোগ না নেওয়া
- বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভবনের ভিতরে মশা নিধন কার্যক্রম পরিচালিত না করা

মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম...

মশা নিধন কার্যক্রমে সক্ষমতার ঘাটতি

- মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মী ও সুপারভাইজারদের কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতায় ঘাটতি; কেবল ধারণার ওপর ভিত্তি করে কাজ করে
- কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগের ঘাটতি

কীটনাশকের মান ও কার্যকারিতা পরীক্ষা

কীটনাশকের কার্যকারিতা পরীক্ষায় অবহেলা

- কোনো কোনো এলাকায় ৫-২৭ বছর ধরে একই কীটনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে
- কোথাও কোথাও কীটনাশকের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয় না
- কোনো ক্ষেত্রেই কীটনাশক পরীক্ষায় কীটতত্ত্ববিদের সম্পৃক্ততা নেই
- একই কীটনাশক বহু বছর ধরে ব্যবহারের ফলে মশা কীটনাশক সহনশীল হয়ে যাওয়া

	ব্যবহৃত কীটনাশকের নাম	কীটনাশক ব্যবহারের সময়কাল	কীটনাশকের কার্যকারিতা পরীক্ষাকারী
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পো.	ম্যালাথিয়ন, ম্যালেরিয়া অয়েল বি, পাইরিপ্রক্সিফেন, টেমিফস	৫ বছর	রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইডিসিআর), কৃষি অধিদপ্তর
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পো.	টেমিফোস, মেলাথিয়ন এবং ডেল্টামেথ্রিন	২ বছর	রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইডিসিআর), আইসিডিডিআর,বি
কুমিল্লা সিটি কর্পো.	ল্যামডা রিপকর্ড, টলস্টার	৮ মাস	পরীক্ষা করা হয়নি
বরিশাল সিটি কর্পো.	ডেলটা মিক্স. পারমেথ্রিন	৫ বছর	নিজস্ব স্বাস্থ্য কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পো.	তথ্য প্রদান করেনি		
মানিকগঞ্জ পৌরসভা	কেরাটিন (সিনজেন্টা)	২৭ বছর	পরীক্ষা করা হয়নি
ফরিদপুর পৌরসভা	নাম বলতে পারেনি	৪ মাস	পরীক্ষা করা হয়নি
লক্ষ্মীপুর পৌরসভা	ভেকন, হিলফস, হিলথ্রিন	২ মাস	পরীক্ষা করা হয় না
চাঁদপুর পৌরসভা	টেপসি লিক্যুইড	১ মাস	নিজস্ব স্বাস্থ্য কর্মকর্তা
পিরোজপুর পৌরসভা	লিংকন ও ডেভিসাইফার	১০ বছর	নিজস্ব স্বাস্থ্য কর্মকর্তা
পটুয়াখালী পৌরসভা	ল্যামডা ও ট্রিপ সিলিকুইট	৬ মাস	মশক সুপারভাইজার

মাঠ-পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুসারে

মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতার ঘাটতি

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ না করা
- গবেষণার আওতাভুক্ত ১০ টি জেলার মধ্যে একটি সিটি কর্পোরেশনের কাছে তথ্য চাইলেও প্রদান করা হয়নি

θ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে
Δ আংশিকভাবে আছে
∅ প্রকাশ করা হয়নি

	মশা নিয়ন্ত্রণ বাজেট	জনবলের তথ্য	মশা নিয়ন্ত্রণ কর্মপরিকল্পনা	যন্ত্রপাতির তথ্য	হটলাইন নম্বর
ঢাকা উত্তর সিটিকর্পোরেশন	θ	θ	θ	θ	θ
ঢাকা দক্ষিন সিটিকর্পোরেশন	θ	θ	∅	θ	θ
বরিশাল সিটিকর্পোরেশন	∅	∅	∅	∅	∅
কুমিলা সিটিকর্পোরেশন	θ	Δ	θ	Δ	∅
চট্টগ্রাম সিটিকর্পোরেশন	θ	Δ	Δ	θ	∅
পটুয়াখালী পৌরসভা	∅	∅	∅	∅	∅
পিরোজপুর পৌরসভা	∅	∅	∅	∅	∅
লক্ষ্মীপুর পৌরসভা	∅	∅	∅	∅	∅
চাঁদপুর পৌরসভা	∅	∅	∅	∅	∅
ফরিদপুর পৌরসভা	∅	∅	∅	∅	∅
মানিকগঞ্জ পৌরসভা	∅	∅	Δ	∅	∅

মাঠ-পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুসারে

মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে জবাবদিহি ব্যবস্থায় ঘাটতি

- বিভিন্ন সময়ে কীটনাশক ক্রয় কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি
- গবেষণার আওতাভুক্ত ৯ টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩টি প্রতিষ্ঠানে নাগরিকদের অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই
- ৯ টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র চারটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে ডেঙ্গু মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে অবহেলার জন্য কর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থা

চিকিৎসা ব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি

- অধিকাংশ এলাকায় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ সংক্রমণের ব্যাপকতা শুরু হওয়ার পর প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে
- হাসপাতালে ভর্তি হওয়া একজন ডেঙ্গু রোগী গড়ে ৪-৫ দিন হাসপাতালে অবস্থান করলে নতুন ও পুরাতন রোগী মিলে প্রতিদিন ভর্তি হওয়া রোগীর পাঁচগুণ রোগী হাসপাতালে অবস্থান করে যা বরাদ্দকৃত শয্যার অনেক বেশি
- জেলা পর্যায়ে আইসিইউ শয্যা না থাকায় জটিল রোগীদের চিকিৎসা সংকট

জেলা	প্রস্তুতি গ্রহণ	বরাদ্দকৃত শয্যা	আইসিইউ	দিন প্রতি রোগী (সেপ্টেম্বর ২০২৩)
ঢাকা শহর	-	২৫০০	১০৯	৮২১
কুমিল্লা	জুলাই ২০২৩	নির্দিষ্ট শয্যা নেই	নির্দিষ্ট শয্যা নেই	৪৮
বরিশাল	মার্চ ২০২৩	নির্দিষ্ট শয্যা নেই	নির্দিষ্ট শয্যা নেই	১১৯
চট্টগ্রাম	জুন ২০২৩	৪৫০	৩৩	১২৭
মানিকগঞ্জ	মে ২০২৩	২১০	নির্দিষ্ট শয্যা নেই	১১৮
ফরিদপুর	জুন ২০২৩	১৫০	১০	৪৬
লক্ষ্মীপুর	জুন ২০২৩	৬০	০০	৬৮
চাঁদপুর	জুন ২০২৩	১০০	০০	৪৬
পিরোজপুর	জানু ২০২৩	নির্দিষ্ট শয্যা নেই	০০	৫৯
পটুয়াখালী	তথ্য প্রদান করেনি			

মাঠ-পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুসারে

ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থা...

হাসপাতালের চিকিৎসা কার্যক্রমে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

হাসপাতাল/সিভিল সার্জন প্রদত্ত তথ্য

- রোগী অনুপাতে সাধারণ শয্যার ঘাটতি
- রোগী অনুপাতে আইসিইউ শয্যার ঘাটতি
- প্রয়োজনীয় জনবলের ঘাটতি
- রোগী অনুপাতে পিআইসিইউ শয্যার ঘাটতি
- বাজেট ঘাটতি
- প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রীর ঘাটতি

মাঠ-পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুসারে

বিশেষজ্ঞ মতামত

- ডেঙ্গু রোগের জটিলতা অনুসারে সুশৃঙ্খল উপায়ে স্তরভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় ঘাটতি
- সকল ধরনের রোগী প্রথমেই মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ায় জটিল রোগীদের চিকিৎসা পেতে বিলম্ব
- সঠিক সময়ে রোগ-নির্ণয় না হওয়া এবং চিকিৎসা গ্রহণ না করায় হঠাৎ রোগ জটিল আকার ধারণ করছে ও মৃত্যু হচ্ছে
- ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসক ও নার্সদের অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে
- শহর ও গ্রামের মধ্যে দুই রকমের স্বাস্থ্যনীতি
- স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কারিগরী ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঘাটতি
- জটিল ডেঙ্গু রোগী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে হাসপাতালে রোগী অনুপাতে জনবলের ঘাটতি; ফলে রোগী মারা যাচ্ছে

ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থা...

হাসপাতালের চিকিৎসা কার্যক্রমে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

- ঢাকার বাইরে অনেক জেলার হাসপাতালে সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন (রক্তকে লোহিত রক্তকণিকা, প্লাটিলেট ও প্লাজমা পৃথক করা) নেই এবং চাহিদা অনুযায়ী প্লাজমার সরবরাহ খুবই কম ছিল
- কোভিডের তুলনায় ডেঙ্গু রোগ ও রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব না দেওয়ায় রোগীর সংখ্যা ও মৃত্যু দিন দিন বৃদ্ধি

ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থা...

নারী, বয়স্ক ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও চিকিৎসা কার্যক্রমে ঘাটতি

- মোট ডেঙ্গু মৃত্যুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু ষাটোর্ধ্ব বয়সী ব্যক্তিদের (১৯%); এছাড়া আক্রান্তের সংখ্যা অনুপাতে ষাটোর্ধ্ব বয়সী ব্যক্তিদের মৃত্যু হার অনেক বেশি
- মোট ডেঙ্গু মৃত্যুর ৫৬.৫% নারী; একটি গবেষণায় দেখা যায়, নারীদের মধ্যে বিলম্ব করে রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসা গ্রহণের প্রবণতা এই অধিক মৃত্যুর হারের কারণ
- নারী, বয়স্ক ব্যক্তি ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক কার্যক্রম বা চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণে ঘাটতি
- ২০ বছর এবং এর নীচের বয়সীদের মৃত্যু মোট মৃত্যুর ১৭ শতাংশ; এই বয়সীদের অধিকাংশ শিক্ষার্থী হলেও ঢাকার বাইরে বিদ্যালয় কেন্দ্রিক ডেঙ্গু মশা প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রমে ঘাটতি

বাংলাদেশে বয়সভেদে ডেঙ্গু মৃত্যুর হার

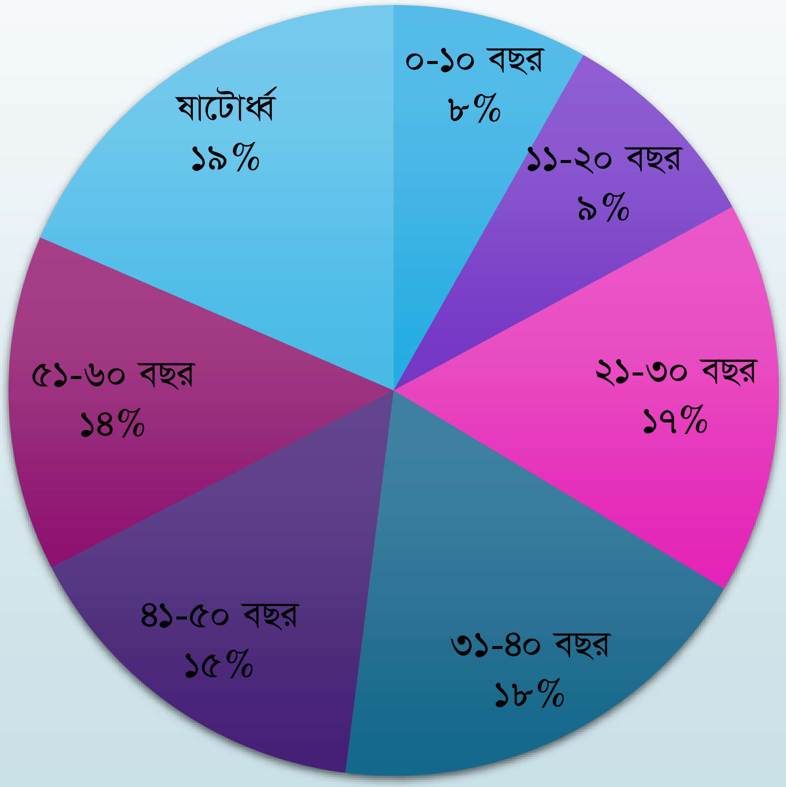

মোট ডেঙ্গু মৃত্যু ১২৯৫

তথ্য সূত্র: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ২৫ অক্টোবর ২০২৩

ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থা...

ডেঙ্গু রোগ-নির্ণয় কার্যক্রমে চ্যালেঞ্জ:

- সাধারণ এন্টিজেন (এনএসওয়ান ও আইজিএম) টেস্টে ফলস নেগেটিভ আসা; এনএস-১ টেস্টে নেগেটিভ কেসের ৪১ শতাংশ আরটি-পিসিআর পরীক্ষায় পজিটিভ হওয়া; সঠিকভাবে রোগ-নির্ণয় না হওয়ায় শিশুসহ অনেক মানুষের মৃত্যু
- ঢাকায় কোথায় কোথায় ডেঙ্গু পরীক্ষা করা যায় সে বিষয়ে প্রচারণা ঘাটতি
- সিটি কর্পোরেশনের নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল; কলকাতায় বিনামূল্যে দেড় শতাধিক কেন্দ্রে ডেঙ্গু পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে আছে ৩২ টি এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে আছে অস্থায়ী ১২ টি (কীট সংকট রয়েছে) কেন্দ্রে বিনামূল্যে পরীক্ষার ব্যবস্থা
- সরকারি হাসপাতালে ৫০ টাকা এবং বেসরকারি রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রে ৩০০ টাকা ফি নির্ধারণ; কোনো কোনো বেসরকারি রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ (এক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হলেও তা দেখা যায়নি)
- আইইডিসিআর পূর্বের বছর গুলোতে ডেঙ্গুর ধরণ শনাক্তে সহযোগিতা করলেও এ বছর তাদেরকে অংশীজন না করা

এডিস মশা নিয়ন্ত্রন ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতি:

- কিছু ক্ষেত্রে মাঠ কর্মীদের ১০০ থেকে ৫০০ টাকা দিলে বাড়িতে গিয়ে “অধিক কার্যকর” ওষুধ স্প্রে করে আসার অভিযোগ রয়েছে
- কীটনাশক ক্রয়ে ওপেন টেন্ডারিং ও সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হলেও ইজিপির মাধ্যমে ওপেন টেন্ডারিং এর কিছু ক্ষেত্রে ‘সিঙ্গেল বিডিং’ লক্ষ করা গেছে; একটি কীটনাশক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ওপেন টেন্ডারিং এর মাধ্যমে তিনটি সিটি কর্পোরেশনের ১৬ টি ক্রয়াদেশ পায় যার মধ্যে ৭টিতে তারা একক বিডার ছিল
- কীটনাশক ক্রয়ের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য লক্ষ করা যায়; এবং এসকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিম্ন মানের কীটনাশক সরবরাহের অভিযোগ
- একটি কীটনাশক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে ক্রয়াদেশে উল্লেখিত দেশ থেকে কীটনাশক আমদানী না করে অন্য দেশ থেকে কীটনাশক আমদানি করে
- উক্ত কীটনাশক আমদানীর ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সুরক্ষা উইং থেকে কীটনাশকের নিবন্ধন গ্রহণ না করা
- জালিয়াতির মাধ্যমে আমদানীকৃত নিবন্ধনবিহীন কীটনাশক যথাযথভাবে পরীক্ষা না করেই মশা নিধন কার্যক্রমে ব্যবহার করা হচ্ছে

ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ব্যবস্থায় অনিয়ম-দুর্নীতি

চিকিৎসা সেবা ও চিকিৎসা সামগ্রীর বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ

- বাজারে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট তৈরি ১০০ টাকার শিরায় দেওয়া স্যালাইন ৫০০-৬০০ টাকায় বিক্রি
- ঢাকার বাইরে ডেঙ্গু পরীক্ষার সুবিধা অপ্রতুল; উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ পৌরসভা এলাকার বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ডেঙ্গু কিট সংকট লক্ষ করা যায়
- একজন জটিল ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসা ব্যয় সরকারী হাসপাতালে একদিনে গড় খরচ ৭,১৪২ টাকা এবং বেসরকারি হাসপাতালে আইসিউসহ দৈনিক ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা ; সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা সেবায় সংকট থাকায় প্রায় ১০ গুণ অর্থ ব্যয় করে বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সেবা নিতে বাধ্য হওয়া

চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয় ও সরবরাহ

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে প্লাটিলেট কেন্দ্রীভূত (কনসেনট্রেশন) করার জন্য সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন রাজধানীসহ সারাদেশের মাত্র ১৯টি সরকারি হাসপাতালে সরবরাহ করা হয় যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ ধারাবাহিকভাবে সারা বছরব্যাপি বিদ্যমান থাকলেও এই রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিকভাবে পর্যাপ্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি; আইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবনতা লক্ষ করা যায়
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড ও আন্তর্জাতিক চর্চা অনুসরণ না করা এবং বাংলাদেশের কোভিড সংকট মোকাবিলার অভিজ্ঞতাকে কাজে না লাগিয়ে সমন্বয়হীনভাবে ডেঙ্গু প্রতিরোধ এবং মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা
- ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে সুশাসনের ঘাটতি অব্যাহত রয়েছে; যা সুনির্দিষ্ট কৌশলবিহীন ও বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম কার্যকর না হওয়ার এবং বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয় হওয়ার অন্যতম কারণ
- ডেঙ্গুর প্রকোপ শুরুতে ঢাকাসহ কয়েকটি শহর কেন্দ্রিক থাকলেও বর্তমানে তা সারাদেশব্যাপি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া এবং সারা বছরব্যাপি অব্যাহত থাকার অন্যতম কারনও হচ্ছে মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতি
- ঢাকার বাইরে এডিস মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ও ডেঙ্গু রোগের পর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকা এবছর আক্রান্তের সংখ্যা ও মৃত্যুর সংখ্যা ব্যাপক আকার ধারণ করার অন্যতম কারণ

সুপারিশ

১. ডেঙ্গুকে জাতীয় স্বাস্থ্য সংকট হিসেবে বিবেচনা স্বাপেক্ষে যথাযথ রাজনৈতিক ও সরকারিভাবে গুরুত্ব প্রদান করে বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা ও মানদণ্ড অনুসরণ করে এডিস মশাসহ অন্যান্য মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে "ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেটেড ভেক্টর ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান" প্রণয়ন করতে হবে

২. পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং অংশীজনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে

৩. পরিকল্পনা অনুসারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/দপ্তরের কর্মকর্তা, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, কীটতত্ত্ববিদ, এনজিও প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে "ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কমিটি" করতে হবে যারা কর্ম পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও তদারকি করবে

৪. মশক নিয়ন্ত্রণে সকল প্রকার পদ্ধতির (পরিবেশগত পদ্ধতি, জৈবিক পদ্ধতি, রাসায়নিক পদ্ধতি, যান্ত্রিক পদ্ধতি) ব্যবহার নিশ্চিত করে সারা দেশে বছরব্যাপি সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে

৫. মশা নিধনে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে (যেমন, মশার উৎস নির্মূল - বহুতল স্থাপনার প্রতিটি তলায় মশার উৎস চিহ্নিতকরণ ও নির্মূল, দুইটি ভবনের মধ্যবর্তী জন-চলাচলহীন অংশে জমে থাকা পরিত্যক্ত বর্জ্য অপসারণ ইত্যাদি)

সুপারিশ...

৬. মশক প্রতিরোধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড অনুসারে সমন্বিত পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে

৭. উপযুক্ত কীটনাশক নির্ধারণ, কীটনাশকের কার্যকারিতা ও মশার কীটনাশক সহনশীলতা পরীক্ষা, বিভিন্ন পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগসহ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত সকল ধরনের মশক নিধন কার্যক্রম তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে

৮. মশক নিধনে শিক্ষার্থী, স্কাউটস, গার্লস গাইড, এনজিও কর্মীদের সম্পৃক্ত করে এবং যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করে এলাকা/মহল্লাভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করতে হবে। মশক নিধন কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে নিয়মিতভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করতে হবে

৯. সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার জনসংখ্যা, আয়তন, হোল্ডিং সংখ্যা, ডেঙ্গু আক্রান্তের হার, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ইত্যাদি বিবেচনা করে মাঠ পর্যায়ের জনবলের চাহিদা নিরূপণ এবং জনবল নিয়োগ বা আউট সোর্সিং করতে হবে। এর জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের মজুদ ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে

১০. দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল এবং রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র হতে ডেঙ্গু রোগের পরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবা বিষয়ক তথ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে সংরক্ষণ করতে হবে এবং ডেঙ্গু সার্ভেইলেন্স ও হটস্পট চিহ্নিত করার কাজে ব্যবহার করতে হবে

সুপারিশ...

১১. প্রাক বর্ষা মৌসুমে কেন্দ্রীয় ডাটাবেজে ডেঙ্গু রোগী চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিতে হবে

১২. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান/বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তা নিয়ে প্রতিবছর ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব শুরুর পূর্বেই সারা দেশে নিয়মিতভাবে মশা জরিপ করতে হবে

১৩. জনস্বাস্থ্য গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগীতা নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশব্যাপি ডেঙ্গুর সার্ভেইলেন্স করা এবং এলাকাভিত্তিক সংক্রমণের ধরন, প্রাদুর্ভাবের কারণ চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করতে হবে

১৪. মশা জরিপ বা সার্ভেইলেন্সের মাধ্যমে চিহ্নিত হটস্পট বা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহে বিশেষ দল বা র‍্যাপিড একশন টীমের মাধ্যমে নজরদারীর ব্যবস্থা এবং তাৎক্ষণিকভাবে সমন্বিত পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে

১৫. কোভিড-১৯ এর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র চালু করতে হবে, যেখানে বিনামূল্যে ডেঙ্গু পরীক্ষার সুবিধা রাখতে হবে। কোন কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডেঙ্গু পরীক্ষা করানো হয় সে বিষয়ে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে

সুপারিশ...

১৬. জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, কীটতত্ত্ববিদ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি গবেষণা সংস্থার মাধ্যমে ডেঙ্গু বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে

১৭. এডিস মশা ও ডেঙ্গু রোগের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে করণীয় সম্পর্কে অবহিত করতে সকল যোগাযোগ মাধ্যমে (সংবাদ মাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম) প্রচার কার্যক্রম- বৃদ্ধি করতে হবে; এলাকাভিত্তিক মাইকিং, গান, পথ-নাটক, ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত প্রচার কার্যক্রম বাড়াতে হবে

১৮. পাঠ্য পুস্তকে সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বর্জ ব্যবস্থাপনা, মশা বাহিত সংক্রামক রোগসহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

১৯. মশক নিধন কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতি ও দায়িত্বে অবহেলার বিষয়গুলো তদন্ত করে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে

২০. এডিস মশা ও ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে অবহিত করা, আক্রান্ত ব্যক্তির পরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবা বিষয়ক তথ্য প্রাপ্তি এবং মশক নিধন ও চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম বিষয়ে অভিযোগ জানানোর জন্য একটি সমন্বিত হটলাইন নম্বরের ব্যবস্থা করতে হবে

২১. মশক নিধন ও ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কিত গৃহীত কার্যক্রম বিষয়ক প্রতিবেদন, বিভিন্ন কমিটি সভার কার্যবিবরণী ইত্যাদি প্রকাশ করতে হবে

ধন্যবাদ

বাংলাদেশে বছরব্যাপি ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ

	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
২০০৮	-	-	-	-	-	-	১৬০	৪৭৩	৩৩৪	১৮৪	-	-
২০০৯	-	-	-	-	১	-	৪	১২৫	১৮৮	১৫৪	-	-
২০১০	-	-	-	-	-	-	৬১	১৮৩	১২০	৪৫	-	-
২০১১	-	-	-	-	-	৬১	২৫৫	৬৯১	১৯৩	১১৪	৩৬	৯
২০১২	-	-	-	-	-	১০	১২৯	১২২	২৪৬	১০৭	২৭	-
২০১৩	৬	৭	৩	৩	১২	৫	১৭২	৩৩৯	৩৮৫	৫০১	২১৮	৫৩
২০১৪	১৫	৭	২	-	৮	৯	৮২	৮০	৭৬	৬৩	২২	১১
২০১৫	-	-	২	৬	১০	২৮	১৭১	৭৬৫	৯৬৫	৮৬৯	২৭১	৭৫
২০১৬	১৩	৩	১৭	৩৮	৭০	২৫৪	৯২৬	১,৪৫১	১,৫৪৪	১,০৭৭	৫২২	১৪৫
২০১৭	৯২	৫৮	৩৬	৭৩	১৩৪	২৬৭	২৮৬	৩৪৬	৪৩০	৫১২	৪০৯	১২৬
২০১৮	২৬	৭	১৯	২৯	৫২	২৯৫	৯৪৬	১,৭৯৬	৩,০৮৭	২,৪০৬	১,১৯২	২৯৩
২০১৯	৩৮	১৮	১৭	৫৮	১৯৩	১,৮৮৪	১৬,২৫৩	৫২,৬৩৬	১৬,৮৫৬	৮,১৪৩	৪,০১১	১,২৪৭
২০২০	১৯৯	৪৫	২৭	২৫	১০	২০	২৩	৬৮	৪৭	১৬৪	৫৪৬	২৩১
২০২১	৩২	৯	১৩	৩	৪৩	২৭২	২,২৮৬	৭,৬৯৮	৭,৮৪১	৫,৪৫৮	৩,৫৬৭	১,২০৭
২০২২	১২৬	২০	২০	২৩	১৬৩	৭৩৭	১,৫৭১	৩,৫২১	৯,৯১১	২১,৯৩২	১৭,৫৮৩	৬,৭৭৫
২০২৩	৫৬৬	১৬৬	১১১	১৪৩	১,০৩৬	৫,৯৫৬	৪৩,৮৫৪	৭১,৯৭৬	৭৯,৫৯৮	৫৭,৪২৩		

২৫ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত

তথ্যের উৎসঃ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

সর্বোচ্চ ডেঙ্গু আক্রান্ত দশটি জেলা *

ক্রমিক নং	জেলা	আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা	মৃত্যু সংখ্যা
১	ঢাকা	৮১,৩৭৮	৬১৮
২	চট্টগ্রাম	৯,১৩৬	৭১
৩	বরিশাল	৮,২৩৬	৬৫
৪	পটুয়াখালি	৫,০১৯	৫
৫	মানিকগঞ্জ	৪,৯৫৩	৬
৬	লক্ষীপুর	৪,০৭৫	০
৭	পিরোজপুর	৩,৭৯৪	৯
৮	চাঁদপুর	৩,৫১০	০
৯	ফরিদপুর	৩,৪৭৮	৪৭
১০	কুমিল্লা	৩,৪২৩	১

* ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখের উপাত্ত

তথ্যের উৎসঃ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর